তামাকের গ্রাসে ১৪ বছরের কিশোরী, ১৭-র কিশোর

নেশা ও স্থূলতার কারণে মহিলা ক্যানসার রোগী ৬ গুণ বাড়ছে

কৃষ্ণকুমার দাস

অধিকাংশ আধুনিক মা চাইছেন তাঁর মেয়ে যেন কমবয়সেই তাঁর চেয়েও অনেক বেশি আল্ট্রা-মডার্ন এবং স্মার্ট হয়।

বাবা চাইছেন ছেলে যেন অনেক কম বয়সে পৃথিবীকে চিনে এবং জেনে ফেলে। দ্রুত স্বনির্ভর এবং স্মার্টনেসে সবাইকে ছাপিয়ে যায়।

বাবা-মায়ের এই প্রত্যাশা ও প্রশ্রয়েই মাত্র ১৪ বছর বয়সে কিশোরী এবং ১৭ পার হওয়ার আগে কিশোরদের তামাকের নেশায় বুঁদ করে তুলছে। মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরুর মতো ২৮টি শহরে সমীক্ষা চালিয়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের গবেষকরা বলছেন, তামাকজাত নেশার জন্য পুরুষদের যেখানে ৫০ শতাংশ ক্যানসার হচ্ছে সেখানে মহিলাদের ক্যানসারের ২৫ শতাংশই টোবাকো ব্যবহারের জন্য। যা গত দশ বছরের তুলনায় পাঁচগুণেরও বেশি। বিশেষত, মেয়েদের শরীরে ক্যানসার বৃদ্ধির হার ভয়ংকর। বিশ্ব ক্যানসার দিবসে শনিবার একাধিক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও গবেষকরা বলছেন, "গতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সন্তানদের আরও উন্নততর জীবনে পৌঁছতে গিয়ে তাদের সরাসরি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন বাবা-মায়েরা। অঢেল পয়সা এবং নজরদারির অভাবে হুকাবার বা পানশালায় গিয়ে বিপজ্জনক অভ্যাসে ঢুকে পড়ছে। ফলশ্রুতি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হরমোন ও উৎসেচকও অতিমাত্রায় ক্ষরণে অল্পবয়সেই ডায়াবেটিস ও ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে।"

মহিলাদের শরীরে জরায়ু, স্তন, জরায়ুমুখ এবং ওরাল ক্যানসারের হার আগামী দু'দশকে রীতিমতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। চমকে দেওয়া তথ্য হল যেখানে পুরুষের ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে সেখানে মহিলাদের গড়ে ৩ শতাংশ হারে বাড়বে।

ক্যানসার আক্রান্তের হার বৃদ্ধির নেপথ্যে জীবনশৈলীর পরিবর্তন বললেও তামাকজাত নেশা অন্যতম কারণ বলে দাবি করেছেন ক্যানসার গবেষকরা। মুম্বই ও কলকাতার ক্যানসার গবেষকরা যে সমস্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তা নগরজীবনে অভ্যস্ত ভেসে যাওয়া অভিভাবকদের কাছে খুবই বিব্রতকর এবং অস্বস্তিদায়ক। মহানগরের পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা হুক্কাবার এবং পানশালার পাশাপাশি পারিবারিক পার্টিই এর নেপথ্যে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউটের গবেষকরা বলছেন, স্কুল শেষে বা বার্থ-ডে পার্টির নামে এখন একাদশ-দ্বাদশের পড়ুয়ারা কলকাতার নানা হুকাবারে দলবেঁধে ভিড় করছে। মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে 'শেয়ার করে সিগারেট খাওয়া' বা মডার্ন কালচারে 'হুক্কাবারে যাওয়া' প্রশ্রয় দিচ্ছেন বহু 'কর্মব্যস্ত মা'। মাধ্যমিক দেওয়ার আগে সিগারেটে ডুব দেওয়াকে আজ অনেক বাবা 'খুব একটা অপরাধ' বলে ভাবছেন না। সন্তানকে সময় দিতে না পারা বাবা-মা নিজেদের দায় এড়াতে 'সন্তান স্মার্ট হচ্ছে' ভেবে প্রতিদিনই এমন বিপজ্জনক নেশাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের মতো পেশাগত জীবনে আসা মেয়েদের একটা বড় অংশ সিগারেটে সুখটান দিতে অভ্যস্ত।

. সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক তথ্য জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড ক্যানসার এক্সিলেন্স (NICE)। তথ্য হল, আগামী ২০ বছরে পুরুষের চেয়ে মহিলা ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা এক লাফে ৬ গুণ বৃদ্ধি পাবে। যার প্রধান দু'টি কারণ হল— তামাকজাত নেশা এবং স্থূলতা বৃদ্ধি। মহিলাদের শরীরে জরায়ু, স্তন, জরায়ুমুখ এবং ওরাল ক্যানসারের হার আগামী দু'দশকে রীতিমতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। নাইস-এর চমকে দেওয়া তথ্য হল, যেখানে পুরুষের ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে সেখানে মহিলাদের গড়ে ৩ শতাংশ হারে বাড়বে। বস্তুত এই কারণেই আগামী দিনে এডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে যত মানুষ মারা যাবেন তার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি মৃত্যু হবে তামাকজাত নেশায়। কিছুটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও ভারতের জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহের ১৭ শতাংশ আসে সিগারেট, পানপরাগ ও গুটখার উপর ধার্য কর থেকে। কিন্তু উল্টোদিকে স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দের ৮০ শতাংশেরও বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে ক্যানসার চিকিৎসা ও গবেষণাখাতে।

তামাকজাত নেশার কারণে দেশের মধ্যে যে রাজ্যগুলিতে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে তার মধ্যে ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম উত্তরপ্রদেশ ও দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র। বস্তুত এই কারণে আইন করে মহারাষ্ট্র সরকার কিছুদিন আগেই পান পরাগ ও গুটখা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ যুব সম্প্রদায়ই অনেক বেশি সংখ্যায় নতুন করে তামাকের নেশা করছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তথ্য, ক্যানসার আক্রান্ত ৩৬.৩ শতাংশ রোগীর মধ্যে ১০.৩ শতাংশ সিগারেট, ১৫.৭ শতাংশ বিড়ি এবং ২১.৯ শতাংশ অন্যান্য নেশা থেকে হচ্ছে। এরমধ্যে পান পরাগ বা গুটখা যেমন আছে তেমনই হুকা-চুইগাম-চিকলেটও রয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫৫ লাখ রোগী তামাকের নেশা থেকে হওয়া ক্যানসার থেকে মারা যাচ্ছেন। কিন্তু উদ্বেগজনক তথ্য হল, এই ৫৫ লাখের মধ্যে এক লক্ষই ভারতীয়। চিকিৎসরা বলছেন, আগামী দু' দশকে এই সংখ্যা এক লাফে বেড়ে ৩০ লক্ষ হয়ে যাবে।